সংবাদ।

031357

তারিখ ২২।১০।৮০
পৃষ্ঠা ...

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র প্রসঙ্গে

ইদানীং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহে দেদার নকল হচ্ছে। এই নকল বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া হচ্ছে না। এতে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে। সরকারী স্কুল-কলেজ কেন্দ্রসমূহে কড়াকড়ি করা হয়। কিন্তু দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে যে অরাজকতা বিরাজ করছে এবং তার পরিণতি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভয়াবহ হয়ে উঠছে কর্তৃপক্ষ তা জেনে শুনেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।

আমরা শুনেছিলাম, শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব কাজী ফজলুর রহমান গত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বহু পূর্বে এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে কেবলমাত্র থানা ও মহকুমা হেড-কোয়ার্টারে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু এর কিছুদিন পর বোধ হয় কোন মহলের চাপে পড়ে তা প্রত্যাহার করে নকলনবিশদের সুযোগ করে দেয়া হয়। এর পর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছিল তা সকলের জানা আছে। সরকার পাবলিক একজামিনেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮০ এর মাধ্যমে পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন ও আইন শৃংখলা রক্ষা করার জন্য নানাবিধ শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ পালন করা হচ্ছে না। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃংখল আচরণ, হলের পরিদর্শকদের উপর নির্যাতন ও শৃংখলা রক্ষাকারীদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণই এর প্রমাণ। বোধ হয় কোন বিশেষ মহলের চাপে পড়ে এই অধ্যাদেশ হিমাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা সিস্টেমে যে নিদারুণ গলদ বিদ্যমান তা দূর করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিবের জারিকৃত থানা ও মহকুমা কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের সার্কুলার এবং ১৯৮০ সালের পরীক্ষা অধ্যাদেশ সঠিকভাবে কার্যকর করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, এতে নকল প্রবণতা ও উচ্ছৃংখলতা পুরো বন্ধ না হলেও কমবে এবং আমরা মেধা যাচাই করে পরীক্ষার ফল আশা করতে পারব। আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে আর শতবর্ষ পিছিয়ে যেতে পারি না। দেশ ও জাতি এটা সরকারের কাছে প্রত্যাশা করে।

—মোহাম্মদ মাসুদ চৌধুরী
পটিয়া, চট্টগ্রাম